বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ – আসসালামু আলাইকুম।

প্রভাতী ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড-এর ২৬তম বার্ষিক সাধারণ সভায় আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই এবং ২০২১ইং সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের পরিচালনা পরিষদের প্রতিবেদন এবং নিরীক্ষিত হিসাব ও নিরীক্ষকের প্রতিবেদন আপনাদের নিকট উপস্থাপন করছি। এই সুযোগে কোম্পানীর প্রতি আপনাদের অবিচল বিশ্বাস এবং অকুণ্ঠ সহযোগিতার জন্য পরিচালকবৃন্দ এবং আমার পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমাদের প্রতি আপনাদের বিশ্বাস ও সহযোগিতা না থাকলে প্রতিকূল ব্যবসায়িক পরিবেশে আমরা আমাদের লক্ষ্য অর্জন করতে পারতাম না।

সাফল্যের অভিযাত্রাঃ

১৯৯৬ সালের ২রা এপ্রিল যাত্রা শুরু করে প্রভাতী ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড অত্যন্ত সফলতার সাথে ইন্স্যুরেন্স কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। "সেবাই প্রথম" এই মূলমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে বাংলাদেশের বীমা জগতে যে ঐতিহাসিক যাত্রা শুরু করেছিলাম তার পথ ধরে অত্যন্ত সফল ও অত্যাধুনিক প্রযুক্তি-নির্ভর বীমা সেবা উপহার দিয়ে চলেছি। বর্তমানে মোট ৫৬টি শাখার মাধ্যমে আমরা সারাদেশে বীমা কার্যক্রম পরিচালনা করছি এবং গ্রাহকদের দোরগোড়ায় বীমা সেবা পৌঁছে দিয়ে আসছি। আপনাদের সকলের সহযোগিতা, আস্থা ও মূল্যবান পরামর্শ আমাদের এ অগ্রযাত্রায় পাথেয় হিসাবে ছিল যা ভবিষ্যতে অব্যাহত থাকবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

বিশ্ব অর্থনৈতিক পরিস্থিতিঃ

বিশ্বব্যাপী নানাবিধ উদ্যোগ ও প্রয়াস সত্ত্বেও বিশ্ব অর্থনৈতিক পরিস্থিতি আশাব্যঞ্জক নয়। ২০২১ সালে উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের অর্থনীতিতে করোনা ভাইরাসের জন্য এক ধরনের অস্থিরতা বিরাজ করেছে। যুক্তরাষ্ট্র ও চীনসহ অন্যান্য রাষ্ট্রের বাণিজ্যে ধীরগতি লক্ষ্য করা যায়। মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহে একদিকে রাজনৈতিক অস্থিরতা, অন্যদিকে করোনা ভাইরাসের প্রভাব বিশ্ব বাণিজ্যের উপর বড় প্রভাব ফেলে।

বাংলাদেশের অর্থনীতিঃ

২০২০-২০২১ অর্থবছরে বাংলাদেশ ৬.৯৪ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ এ অর্থবছরে প্রায় ২২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যা দেশের অর্থনীতিতে পবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রাখতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। রপ্তানির ক্ষেত্রেও প্রবৃদ্ধির ধারা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। রেমিট্যান্স আয়ের সচলতা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে সহায়কা ভূমিকা পালন করছে।

ব্যবসায়িক সফলতাঃ

২০২১ সালে কর-পূর্ব নীট মুনাফা হলো ১৭.৬১ কোটি টাকা। ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ রয়েছে ৭৮.১৯ কোটি টাকা এবং শেয়ারে বিনিয়োগ রয়েছে ১৫ কোটি টাকা।

সঠিক কৌশল, ঝুঁকির দক্ষ ব্যবস্থাপনা, আমাদের পরিচালনা পরিষদের নেতৃত্ব ও সঠিক দিক-নির্দেশনা, কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ সকল কর্মকর্তা কর্মচারীদের সার্বিক ব্যবস্থাপনা, অক্লান্ত প্রচেষ্টা এবং সম্মানিত গ্রাহকগণের সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতায় ব্যবসায়িক সফলতা বজায় রাখা সম্ভব হয়েছে।

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাঃ

বীমা শিল্পে বিদ্যমান ঝুঁকিসমূহ সম্পর্কে কোম্পানী সদা সচেতন। ঝুঁকিসমূহকে গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে রাখতে প্রতিনিয়ত ব্যবসায়ের সাথে সম্পৃক্ত বিদ্যমান ঝুঁকিসমূহ চিহ্নিতকরণ, পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা, ডাটাবেস হাল-নাগাদকরণ এবং গ্রাহক, শুভানুধ্যায়ী ও শেয়ারহোল্ডাদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য সংশোধনমূলক বা সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে।

ব্যবসা কর্মক্ষমতা

অগ্নি বীমা ব্যবসাঃ

কোম্পানী প্রত্যক্ষ অগ্নি বীমার ব্যবসা থেকে ২০২০ সালের মোট প্রিমিয়াম আয় ২৬১.৬৪ মিলিয়নের বিপরীতে এ বছর প্রিমিয়াম আয় করেছে প্রায় ৩০৭.৬১ মিলিয়ন টাকা। পুনঃবীমা প্রিমিয়ামের যথাযথ সংস্থানের পর অগ্নি বীমা ব্যবসায়ে নীট প্রিমিয়াম হয়েছে ১৮৬ মিলিয়িন টাকা। কোম্পানী অগ্নি বীমা ব্যবসা থেকে ২০২০ সালে ১৩.৯১ মিলিয়ন টাকা অবলিখন লাভ এর স্থলে এ বছর ক্ষতি হয়েছে ৮৭ মিলিয়ন টাকা।

নৌ বীমা ব্যবসাঃ

নৌ বীমা ব্যবসায় থেকে কোম্পানীর মোট প্রিমিয়াম আয় ২০২০ সালে ৪৭৮.৩৬ মিলিয়ন টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে এ বছর হয়েছে ৫১০.৯০ মিলিয়ন টাকা। যথাযথ পুনঃবীমা প্রিমিয়াম প্রদানের পর নীট প্রিমিয়াম আয় হয়েছে ৪৪৬ মিলিয়ন টাকা। কোম্পানী নৌ বীমা ব্যবসা থেকে ২০২০ সালের ২৯.১৪ মিলিয়ন টাকা অবলিখন মুনাফার স্থলে এ বছর মুনাফা হয়েছে ১৪৮ মিলিয়ন টাকা।

মোটর ও বিবিধ ব্যবসাঃ

মোটর ও বিবিধ বীমা ব্যবসা থেকে ২০২০ সালে ১৮৪.৫৭ মিলিয়ন টাকার স্থলে এ বছর মোট প্রিমিয়াম আয় হয়েছে ২৩৭.৬৯ মিলিয়ন টাকা। এ খাত থেকে আয় হয়েছে ৩০.৩৮ মিলিয়ন টাকা।

অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাঃ

কোম্পানীর অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালী করার জন্য পরিচালনা পরিষদের পাশাপাশি বিভিন্ন উপ-কমিটির মাধ্যমে নিয়মিত তদারকি করা হচ্ছে। কোম্পানীর প্রত্যেক বিভাগের সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব বন্টন করা আছে এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হচ্ছে।

তথ্য প্রযুক্তিঃ

বর্তমান সময়ে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার ব্যতীত ব্যবসায় প্রত্যাশিত ফলাফল অর্জন কোনভাবেই সম্ভব নয়। এ উপলব্ধিতে ব্যবসা পরিচালনায় সকল শাখার কার্যক্রম কম্পিউটারাইজড করা হয়েছে। এর ফলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন মসৃণ, সহজ ও দ্রুততর হচ্ছে। e-Bima এর মাধ্যমে প্রভাতী ইন্স্যুরেন্স সারাদেশের সকল গ্রাহকের দোড়গোড়ায় বীমা সেবা পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছে।

শাখাসমূহঃ

দেশে সম্প্রসারিত ৫৬টি শাখার মাধ্যমে কোম্পানী ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। সেখানে সুশিক্ষিত ও দক্ষ জনবল কর্মরত রয়েছে। অধিকাংশ শাখাপ্রধান বীমা পেশায় দীর্ঘ দিনের কর্ম অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এবং বীমা ব্যবসা পরিচালনায় সফল ক্যারিয়ারের অধিকারী।

প্রধান আর্থিক বৈশিষ্ট্যঃ

২০১৭ইং সাল হতে ২০২১ইং সাল পর্যন্ত আপনাদের কোম্পানীর অর্জিত আর্থিক বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	২০২১	২০২০	২০১৯	২০১৮	২০১৭
মোট প্রিমিয়াম আয়	১০৫.৬২	৯২.৪৬	৭৭.১৬	৪৮.৫৪	৪৮.২৬
নীট প্রিমিয়াম আয়	৮১.১৮	৭৫.৩৬	৬৩.৮৬	৩৭.৯১	৩৯.০৭
মোট দাবী পূরণ	২৪.৫৫	২৮.০৯	২৩.৪৬	১৯.০৯	২০.৫১
ই পি এস	৪.৩০	৩.১০	২.৩৮	১.৭৭	১.৭৪
প্রস্তাবিত লভ্যাংশ	১৬% (S), ১০% (C)	১৭% (B)	১২% (C)	১০% (C)	১০% (C)
নীট এ্যাসেট ভ্যালু	২২.৩৪	২১.১১	১৮.৯৪	১৭.৫৯	১৬.৮৪
অপারেটিং ক্যাশ ফ্লো পার শেয়ার	৭.০৭	১০.৭২	৫.৪৭	২.৫৩	১.৪১

বীমা দাবীঃ

২০২১ সালে কোম্পানী সর্বমোট ২৪.৫৫ কোটি টাকার দাবী নিষ্পত্তি করেছে। সম্মানিত গ্রাহকদের দাবী পূরণে কোম্পানী সর্বদাই অত্যন্ত আন্তরিক ও যত্নশীল।

পুনঃবীমা ব্যবস্থাঃ

রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের সাথে শ্রেণীভিত্তিক পুনঃবীমার চুক্তির দ্বারা প্রভাতী ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড ব্যবসা করে আসছে। বর্তমানে কোম্পানী যে কোন অংকের বীমা করতে সক্ষম, যেহেতু তার পুনঃবীমা চুক্তিটি এমনভাবে বিন্যস্ত যাতে উচ্চমূল্যের প্রকল্প রিইন্স্যুরেন্স ট্রিটি ও ফেকালটেটিভ ব্যবস্থার আওতায় কাভার করা যায়।

কোম্পানীর যানবাহনঃ

কোম্পানীর নামে নিবন্ধনকৃত মোট ৩৭টি মোটর গাড়ি এবং ৪২টি মোটর বাইক রয়েছে যার বর্তমান মুল্য ৪.২৬ কোটি টাকা। গাড়িগুলোর মধ্যে প্রধান কার্যালয়ে ১৪টি ও কোম্পানীর বিভিন্ন শাখায় বীমা ব্যবসা আহরণে ২৩ টি মোটর গাড়ি এবং ৩৭টি মোটর বাইক ব্যবহৃত হচ্ছে। উক্ত গাড়ি পরিচালনা ব্যয় ৫৭.৬৪ লক্ষ টাকা।

লভ্যাংশঃ

আমাদের কোম্পানী ৩১/১২/২০২১ইং তারিখে সমাপ্ত বছরে ১৭.৬০ কোটি টাকা কর-পূর্ব মুনাফা অর্জন করেছে। অস্বাভাবিক ধরনের ক্ষতি ও ট্যাক্সের জন্য রিজার্ভের পরিমান বাদ দিলে নীট লাভ থাকে ১০ কোটি টাকা, যার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	টাকা	টাকা
বিগত বছরের উদ্বৃত্ত মুনাফা	৬.৩৬	
যোগঃ ২০২১ সালের নীট লাভ	১৭.৬১	২৩.৯৭
বিয়োজনঃ অস্বাভাবিক ক্ষতির জন্য বরাদ্দ	৫.২৮	
কর বাবদ বরাদ্দ	২.৬৮	
শেয়ারের বিপরীতে অনাদায়ী ক্ষতি	০.৯৬	
বিগত বৎসরের লভ্যাংশ প্রদান	৫.০৫	১৩.৯৭
২০২১ সালের লভ্যাংশ বিতরণের জন্য নীট বরাদ্দ		১০.০০
২০২১ সালের জন্য প্রস্তাবিত লভ্যাংশ ১৬% স্টক এবং ১০% নগদ		

নোটঃ পরিচালনা পরিষদ ২০২১ সালের জন্য শেয়ারহোল্ডারগণকে ১৬% স্টক এবং ১০% নগদ লভ্যাংশ প্রদানের সুপারিশ করেছে। উক্ত সুপারিশ গৃহীত হলে লভ্যাংশ বিতরণের পর কোম্পানীর হিসাবে ০.৯৭ কোটি টাকা থাকবে।

তবে ১০.০০ কোটি টাকা থেকে শেয়ার বাবদ অনাদায়ী ক্ষতি ০.৯৬ কোটি বাদ দিয়ে বাকী ৯.০৪ কোটি টাকা মুনাফা হিসাবে বন্টন করা যাবে।

নিরীক্ষক ঃ

বিধি মোতাবেক কোম্পানীর নিরীক্ষক মেসার্স এ. হক এন্ড কোং, চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস এ সভায় অবসর গ্রহন করেন। মেসার্স পিনাকী এন্ড কোম্পানী, চার্টার্ড একাউন্ট্যান্ট-কে ১,২০,০০০/-(এক লক্ষ বিশ হাজার) টাকা ফিস নির্ধারণ করে ২০২২ইং সালের জন্য নিরীক্ষক হিসাবে নিয়োগের সুপারিশ করছি।

কর্পোরেট গর্ভানেন্স কমপ্লায়েন্স অডিটর নিয়োগঃ

বিধি মোতাবেক এ বছর কর্পোরেট গর্ভানেন্স কমপ্লায়েন্স অডিটর মেসার্স রহমান মোস্তফা আলম এন্ড কোঃ চাটার্ড একাউন্টস অবসর গ্রহণ করবে। কোম্পানী কর্পোরেট গর্ভানেন্স কমপ্লায়েন্স অডিটর এর জন্য নতুন প্রতিষ্ঠান নিয়োগের আগ্রহ প্রকাশ করলে মেসার্স হারুনুর রশিদ এন্ড এসোসিয়েটস চাটার্ড সেক্রেটারিস এন্ড ম্যানেজম্যান্ট কনসালটেন্টস কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করেন। অত:পর মেসার্স হারুনুর রশিদ এন্ড এসোসিয়েটস চাটার্ড সেক্রেটারিস এন্ড ম্যানেজম্যান্ট কনসালটেন্টসকে ৩০,০০০/= (ত্রিশহাজার) টাকা ফিস নির্ধারণ করে ২০২২ সালের জন্য কর্পোরেট গর্ভানেন্স কমপ্লায়েন্স অডিটর হিসাবে নিয়োগের সুপারিশ করছি।

পরিচালকগণের অবসর ও নির্বাচনঃ

(ক) কোম্পানীর সংঘ-বিধির ১১২নং বিধি মোতাবেক 'ক' গ্রুপের নিম্নবর্ণিত পরিচালকগণ এই সভায় আবর্তনক্রমে অবসর গ্রহণ করবেন এবং তাহারা পুনঃনির্বাচনের জন্য যোগ্য বিধায় পুনঃ নিয়োগের আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

১। আলহাজ্ব মোহাম্মদ আলী
২। আলহাজ্ব শাহাদাত হোসেন
৩। মোহাম্মদ আলী তালুকদার

উক্ত তিনজন পরিচালকের মধ্যে জনাব মোহাম্মদ আলী তালুকদার কোম্পানীর উদ্যোক্তা শেয়ারহোল্ডার ও পরিচালক। অন্য দুইজন পরিচালকও কোম্পানীর প্রায় প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই পরিচালনা পর্ষদের সঙ্গে যুক্ত আছেন। পরিচালনা পর্ষদের সদস্য হওয়ার জন্য যে সকল যোগ্যতার প্রয়োজন তার সবই তিনজনের মধ্যে বিদ্যমান। উল্লেখিত পরিচালকগণের পুনঃনিয়োগের বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনান্তে উপরোক্ত তিনজন পরিচালকের পুনঃনিয়োগের সুপারিশ বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

(খ) **পাবলিক শেয়ারহোল্ডার থেকে পরিচালক নিয়োগঃ**

বীমা আইন, ২০১০ এবং বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের নোটিফিকেশন এবং কোম্পানীর সংঘ-বিধি অনুযায়ী 'খ' গ্রুপের পরিচালক হবেন উদ্যোক্তা পরিচালকের এক তৃতীয়াংশ। সেই অনুযায়ী বোর্ডে সর্বোচ্চ ৩ (তিন) জন পাবলিক শেয়ারহোল্ডার পরিচালক থাকবেন। কোম্পানী আইন অনুযায়ী নিম্নোক্ত পরিচালক আবর্তনক্রমে অবসর গ্রহণ করবেন।

১। জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান

বর্তমানে পাবলিক শেয়ারহোল্ডার থেকে ০৩ (তিন) জন পরিচালক রয়েছেন। এ অবস্থায় খ-গ্রুপ ক্যাটাগরিতে তথা পাবলিক শেয়ারহোল্ডার থেকে ০১ (এক) জন পরিচালক নির্বাচিত করা হবে।

(গ) **স্বাধীন পরিচালক নিয়োগঃ**

কোম্পানী সচিব জনাব মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম সভাকে অবহিত করেন যে, কোম্পানীর স্বাধীন পরিচালক বেগ মোঃ নুরুল আজিম এফসিএ-এর মৃত্যুর ফলে একজন যোগ্য স্বাধীন পরিচালকের পদ শুন্য হয়ে যায়। বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের কর্পোরেট গভারনেন্স কোড অনুযায়ী ১৮০ দিনের মধ্যে উক্ত পদ পূরনের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। বোর্ড স্বতন্ত্র পরিচালক নিয়োগের অভিপ্রায় ব্যক্ত করলে জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান, এফসিএ স্বতন্ত্র পরিচালক হিসেবে নিযুক্তির জন্য আবেদন করেন।

NRC কমিটি তাঁর জীবন বৃত্তান্ত পর্যালোচনা করেন। একজন স্বতন্ত্র পরিচালকের যে সকল শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা থাকা দরকার তাঁর সে যোগ্যতা আছে এবং স্বতন্ত্র পরিচালক নিয়োগের ক্ষেত্রে যে সকল প্রতিবন্ধকতা রয়েছে তা নেই। NRC কমিটি সর্বসম্মতিক্রমে জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান, এফসিএ-কে স্বতন্ত্র পরিচালক হিসেবে নিয়োগের সুপারিশ করেন।

Credit Rating:

Argus Credit Rating Ltd. ২০২১ সালে কোম্পানীর Credit Rating করেছে। কোম্পানী Credit Rating Grade 'AA+'। Credit Rating-এর ভিত্তিতে আমাদের কোম্পানীর অবস্থান অনেক ভাল। নিম্নে Rating Details দেয়া হল ঃ

Publishing Date	Rating Validity	Rating Action	Long-term Rating	Short-term Rating	Outlook
20 September, 2021	19 September, 2022	Surveillance-2	AA+	ACRL-2	Stable

মানবসম্পদঃ

আমরা জানি ব্যবসার সাফল্য প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের দক্ষতা এবং যোগ্যতার উপর নির্ভরশীল। তাই মানবসম্পদ উন্নয়নে আমরা গুরুত্ব দিয়ে থাকি। আমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মেয়াদে বীমার উপর প্রশিক্ষণের জন্য বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স একাডেমি, বাংলাদেশ ইন্সিটিটিউট ফর প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট এর মাধ্যমে কোম্পানীর কর্মকর্তাগণের নিয়মিত প্রশিক্ষণ নিয়ে থাকি। এছাড়াও আমরা আমাদের জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধির কাজ করে যাচ্ছি। কাজের দক্ষতা মূল্যায়ন করার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণ করে থাকি।

কর্পোরেট এবং আর্থিক প্রতিবেদনঃ

কোম্পানী বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক প্রণীত কর্পোরেট গভার্নেন্স এর আবশ্যিকগুলো যথাযথভাবে পালন করেছে।

তদনুরূপ পরিচালকমন্ডলী নিম্নলিখিত বিষয়গুলো নিশ্চিত করেনঃ

ক) কোম্পানী আইন, ১৯৯৪, বীমা আইন, ২০১০ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বীমা আইন ১৯৩৮ এবং সিকিউরিটি ও এক্সচেঞ্জ কমিশন বিধিমালা, ২০২০ অনুযায়ী আর্থিক বিবরণীসমূহ এবং সংযুক্ত টীকাসমূহ তৈরী করা হয়েছে। এ বিবরণীসমূহ কোম্পানীর আর্থিক অবস্থা, সমাপ্ত বছরের কার্যক্রমের ফলাফল এবং নগদ অর্থ প্রবাহের সুষ্ঠু প্রতিফলন করে।

খ) কোম্পনীর হিসাব বহিসমূহ সঠিকভাবে সংরক্ষিত হয়েছে।

গ) আর্থিক বিবরণীসমূহ তৈরীতে সঠিক হিসাব নীতিমালাসমূহ যথাযথভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে। তবে যেখানে এর ব্যত্যয় ঘটেছে তা প্রকাশ করা হয়েছে। হিসাব অনুমানসমূহ যুক্তি সঙ্গতভাবে ও বিচক্ষণতার সাথে করা হয়েছে।

ঘ) আন্তর্জাতিক হিসাবমান অনুযায়ী আর্থিক বিবরণীসমূহ প্রস্তুত করা হয়েছে।

ঙ) অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সুদৃঢ়ভাবে প্রণীত যার প্রয়োগ এবং পর্যবেক্ষণ অতীব কার্যকর।

চ) চলমান প্রতিষ্ঠান হিসাবে কোম্পানীর সক্ষমতায় বিন্দুমাত্র কোন সন্দেহ নেই।

ছ) নিয়ন্ত্রণকারী শেয়ারহোল্ডারগণ কর্তৃক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে গৃহীত বিনিয়োগ স্বার্থ পরিপন্থী সিদ্ধান্ত থেকে ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীগণ সুরক্ষিত।

জ) অন্তর্বর্তীকালীণ লভ্যাংশ হিসেবে কোন প্রকার বোনাস শেয়ার বা স্টক ডিভিডেন্ড প্রদান করা হয়নি।

ঝ) প্রতিবেদনকালীণ সময়ে কোন অস্বাভাবিক কার্যক্রম সংঘটিত হয়নি।

ঞ) বিগত বছরের কার্যক্রমের তুলনায় তেমন গুরুত্বপূর্ণ কোন বিচ্যুতি নেই।

পরিষদ সভায় উপস্থিতিঃ

আলোচ্য বছরে কোম্পানীর ৭টি পরিষদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভাসমূহে পরিচালকদের উপস্থিতি বার্ষিক প্রতিবেদনে দেখানো হয়েছে।

শেয়ারহোল্ডিং ধরনঃ

বিএসইসি নোটিফিকেশন নং-বিএসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৬-১৫৮/২০৭/ এডমিন/৮০ তারিখঃ ০৩ জুন, ২০১৮-এর কজ ১.৫ (xxiii) অনুযায়ী শেয়ারহোল্ডিং ধরন বার্ষিক প্রতিবেদনে দেখানো হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য আর্থিক তথ্যঃ

কোম্পানীর বিগত পাঁচ বছরের সংক্ষিপ্ত ও উল্লেখযোগ্য আর্থিক তথ্যসমূহ বার্ষিক প্রতিবেদনে দেখানো হয়েছে।

বেসিস অব রিলেটিড পার্টি ট্রানজেকশন:

আন্তর্জাতিক একাউন্টিং স্টান্ডার্ড - ২৪ "রিলেটেড পার্টি ডিসক্লোজার অনুযায়ী" নিরীক্ষা প্রতিবেদনের নোট - ৩৫ এ রিলেটেড পার্টি ট্রানজেকশন প্রদর্শন করা হয়েছে।

পরিচালকদের সম্মানী (স্বতন্ত্র পরিচালকসহ):

পরিচালকগণকে পর্ষদ মিটিং এর উপস্থিতির জন্য সম্মানী ব্যাতীত অন্য কোন প্রকার বেতন বা সম্মানী ভাতা দেয়া হয় না। নিরীক্ষা প্রতিবেদনের নোট ৩৬(বি) তে পরিচালকদের মিটিং ফি এর একটি তালিকা প্রদান করা হয়েছে।

পরিচালকদের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্তঃ

বিএসইসি নোটিফিকেশন নং-বিএসইসি/সিএমআরআরসিডি/ ২০০৬-১৫৮/২০৭/এডমিন/৮০ তারিখঃ ০৩ জুন, ২০১৮-এর ক্লজ ১.৫ (xxiv) অনুযায়ী পরিচালকদের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত বার্ষিক প্রতিবেদনে দেখানো হয়েছে।

মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষরিত ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রতিবেদনঃ

মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষরিত ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রতিবেদন বার্ষিক প্রতিবেদনে দেখানো হয়েছে।

মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা ও প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার প্রতিবেদনঃ

কোম্পানীর মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা ও প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা পরিচালনা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত নিয়মনীতি অনুযায়ী তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন সংযুক্ত-A-তে দেখানো হয়েছে।

নিরীক্ষা কমিটির কার্যক্রমের উপর প্রতিবেদনঃ

বিএসইসি নোটিফিকেশন নং-বিএসইসি/সিএমআরআরসিডি/ ২০০৬-১৫৮/২০৭/এডমিন/৮০ তারিখঃ ০৩ জুন, ২০১৮-এর ক্লজ ৫(৭) অনুযায়ী কোম্পানীর নিরীক্ষা কমিটির প্রতিবেদন বার্ষিক প্রতিবেদনে দেখানো হয়েছে।

মনোনয়ন ও সম্মানী নির্ধারণ কমিটিঃ

বিএসইসি এর ০৩ জুন, ২০১৮ তারিখে প্রকাশিত নোটিফিকেশন পরিপালনের জন্য পরিচালনা পরিষদের উপকমিটি হিসেবে ৩ সদস্য বিশিষ্ট মনোনয়ন ও সম্মানী নির্ধারণ কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত কমিটি পরিচালনা পরিষদকে স্বতন্ত্র পরিচালক ও কর্মকর্তাদের মনোনয়ন ও সম্মানী প্রদানের নিয়মনীতি প্রণয়ন ও পরামর্শ প্রদান করবে। কমিটির সদস্যদের নামের তালিকা বার্ষিক প্রতিবেদনে দেখানো হয়েছে।

কর্পোরেট গভর্নেন্স ও কর্পোরেট গভর্নেন্স পরিপালন প্রতিবেদনঃ

পূর্বের মতই প্রভাতী ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লিঃ-এর পরিচালনা পরিষদ সুশাসন ব্যবস্থার সর্বোচ্চমান প্রতিষ্ঠায় সর্বদা সচেষ্ট এবং এরই ধারাবাহিকতায় কোম্পানীর শেয়ারহোল্ডার ও নীতিনির্ধারকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য ঐ সকল মানের উন্নতিসাধন করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। কোম্পানীর সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য পরিচালনা পরিষদ কৌশলগত ও নীতিনির্ধারণী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ব্যবস্থাপনাকে নির্দেশনা প্রদান করে।

বিএসইসি নোটিফিকেশন নং-বিএসইসি/সিএমআরআরসিডি/ ২০০৬-১৫৮/২০৭/এডমিন/৮০ তারিখঃ ০৩ জুন, ২০১৮ এর ক্লজ-৯(১) অনুযায়ী কোম্পানীর কর্পোরেট গভার্নেন্স পরিপালন সনদ সংযুক্তি-B-এ দেখানো হয়েছে।

বিএসইসি নোটিফিকেশন নং-বিএসইসি/সিএমআরআরসিডি/ ২০০৬-১৫৮/২০৭/এডমিন/৮০ তারিখঃ ০৩ জুন, ২০১৮ এর ক্লজ-৯(৩) অনুযায়ী কোম্পানীর কর্পোরেট গভার্নেন্স পরিপালন প্রতিবেদন সংযুক্তি-C-এ দেখানো হয়েছে।

ভবিষ্যৎঃ

বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (IDRA) দৃঢ়তা ও দক্ষতার সাথে বীমা শিল্পের বিদ্যমান অন্তরায়সমূহ চিহ্নিত করে একে একে তা দূরীভূত করার কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে যাচ্ছে। গৃহীত পদক্ষেপগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ট্যারিফ রেটের চেয়ে কম রেইটে ঝুঁকি গ্রহণ এবং প্রিমিয়াম গ্রহণ ব্যতিরেকে বীমা ডকুমেন্ট ইস্যু করার প্রবণতা রোধ/বন্ধ করার লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ। IDRA এর গৃহীত পদপেগুলো বাস্তবায়নে বীমা কোম্পানীগুলো ও বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স এসোসিয়েশন অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছে। এতে বীমা কোম্পানীগুলো লাভবান হচ্ছে এবং ক্রমশঃ সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাচ্ছে।

প্রভাতী ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লিঃ-এর উপর অপরিসীম বিশ্বাস ও আস্থা রাখায় আমাদের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে হৃদয়ছোঁয়া ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। আপনাদের বলিষ্ঠ সমর্থন ও দিকনির্দেশনা, বিশ্বাস ও আস্থায় আমরা ব্যবসায়িক ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলাপূর্বক এগিয়ে যাচ্ছি। আমাদের অগ্রযাত্রায় সবচেয়ে বড় উদ্দীপক শক্তি হিসাবে কাজ করে আসছে আপনাদের এ অনুপ্রেরণা।

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনঃ

কোম্পানীর কার্যক্রমে সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদানের জন্য সরকারী ও বেসরকারী ব্যাংকসমূহ, বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান ও সর্বোপরি কোম্পানীর শেয়ারহোল্ডারগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। পরিচালনা পরিষদ আরও ধন্যবাদ জানায় অর্থ মন্ত্রণালয়, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স এসোসিয়েশন, সাধারণ বীমা কর্পোরেশন, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড, চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড, সেন্ট্রাল ডিপোজিটরী বাংলাদেশ লিমিটেড, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব পাবলিক লিস্টেড কোম্পানীজ, রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানীজ এন্ড ফার্মস, সকল সরকারী ও বেসরকারী সংস্থাকে তাঁদের সহযোগিতা প্রদানের জন্য।

আমরা আশা করি, কোম্পানীর সকল শ্রেণীর কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আন্তরিক কর্মনিষ্ঠা, অক্লান্ত পরিশ্রম ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে আমাদের প্রাণপ্রিয় প্রতিষ্ঠানটি আরও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাবে।

আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ।
পরিচালকমন্ডলীর পক্ষে

চেয়ারম্যান